চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০১.০৩.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অস্বচ্ছল রোজাদারদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন: মেয়র ডা. শাহাদাত

আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল রোজাদারদের পাশে বিত্তবানদের মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শুক্রবার ৯ নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড বিএনপ 'র পক্ষ থেকে এবংচট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এম জিয়া উল হুদা'র আয়োজনে ৯ নং ওয়ার্ড উত্তর পাহাড়তলীর মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও সেহেরী সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান মেয়র। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশারফ হোসেন দীপ্তি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এম জিয়া উল হুদা (শাহরিয়ার জিয়া)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক নুরুল আকবর কাজল, চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি নূর আহমেদ, একে এম ফজলুল হক সুমন, চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ সভাপতি শহীদুল্লাহ বাহার, সাবেক সংগঠনিক সম্পাদক ও মেয়র মহোদয়ের রাজনৈতিক সহকারি জিয়াউর রহমান জিয়া, ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সহ-আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ, সহ-সম্পাদক মোঃ খুরশিদ, চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের সহ সভানেত্রী সকিনা বেগম, ০৯ ওয়ার্ড পাহাড়তলী ও আকবর শাহ থানা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং আব্দুল আলি নগর সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, ফকির তালুক সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, দুলালাবাদ সমাজ উন্নয়নের পরিষদের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাবেক পাহাড়তলী থানা বিএনপি নেতা মমতাজ সওদাগর। প্রধান অতিথি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, পবিত্র মাহে রমজান আমাদের সংযম, আত্মশুদ্ধি ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। এই মাসে দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উচিত জাকাত ও মানবিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের কষ্ট লাঘব করা।"

তিনি আরও বলেন,"জাকাত শুধু অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করে না, এটি সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের উচিত রমজান মাসকে উপলক্ষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যাতে তারা অভুক্ত না থাকে এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়।"তিনি সকলকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান এবং এ ধরনের মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

শিক্ষা খাতে চসিকের বিনিয়োগ অব্যাহত থাকবে : মেয়র ডা. শাহাদাত

শিক্ষা বিস্তারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) বিনিয়োগ ও ভর্তুকি অব্যাহত রাখবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার ৯ নং আকবরশাহ ওয়ার্ডের জানারখীল জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মেয়র বলেন, বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে একমাত্র চসিকই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে থাকে। বর্তমানে ৮৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষার্থীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করছে চসিক। এক্ষেত্রে প্রতি বছর যে ভর্তুকি দিতে হয় সেটিকে আমি ব্যয় মনে না করে বিনিয়োগ মনে করি। কারণ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারা ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম ও সর্বোপরি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। এজন্য মেয়র হিসেবে আমি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত

রাখব। শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বিনিয়োগ করলে একটি আলোকিত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। প্রতি মাসে চসিককে ছয় থেকে আট কোটি টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হয়, যা আসলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। এটি শুধুমাত্র ভোটের বিষয় নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন আরও বলেন, "শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা নয়, নৈতিক শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। যদি একজন ডাক্তার উচ্চ শিক্ষিত হয়েও দরিদ্রদের চিকিৎসা না করতে পারে, তবে সে শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। একইভাবে, যদি একজন শিক্ষক মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ানোর সুযোগ না পান, তাহলে তার অর্জিত শিক্ষা সমাজের জন্য তেমন কোনো উপকার বয়ে আনবে না।"

খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, "সুস্থ দেহের জন্য খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাগ্রতা, শৃঙ্খলা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে ক্রীড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ যারা পুরস্কার জিতেছে, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। যারা জিততে পারেনি, তাদের নিরাশ না হয়ে আরও মনোযোগী হয়ে ভবিষ্যতে ভালো করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।"

মেয়র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, "সকালের নাস্তা খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাস্তা না খেলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পড়াশোনায় মনোযোগ নষ্ট হয়। নাস্তার ক্ষেত্রে ব্যালেন্সড ডায়েট বজায় রাখতে হবে, যেখানে অন্তত একটি কলা, একটি ডিম এবং এক গ-াস দুধ থাকতে হবে।"তিনি আরও বলেন, "এই শহর সবার, আমাদের সবাইকে মিলে এটিকে একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যেখানে বৈষম্য, সন্ত্রাস ও অন্যায় থাকবে না।"বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জমির উদ্দিন এবং সঞ্চালনা করেন পলাশ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনজুরুল আলম মনজু, সাবেক কাউন্সিলর আব্দুস সাত্তার সেলিম, মাঈনুদ্দিন চৌধুরী মাঈনু, রেহান উদ্দিন প্রধান, হাবিবুর রহমান চৌধুরী, কামাল উদ্দিন পারভেজ, লুৎফুর রহমান এবং সৌরভ প্রিয় পালসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করা হয়।

পরিচ্ছন্ন চট্টগ্রাম গড়তে কোনো ছাড় দেব না: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম শহরকে পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে কোন ছাড় না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত।

শুক্রবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা বিভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ তহবিল কর্তৃক আয়োজিত পরিচ্ছন্ন বিভাগের প্রকাশ বিশ্বাস ও ওবায়দুল হক এর অবসর অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন তিনি।অনুষ্ঠানে প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রনব শর্মা, হাসান রশীদ, আলী আকবর, কল্লোল দাশ, আবু তাহের সিদ্দিকী,জাহেদুল্লাহ রাশেদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, সুজন দাশ, খোরশেদ আলম, বোরহানুল আলম, রহিম উদ্দীন, নাসির উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, হৃদয় হোসেন, হাসানুজ্জামান সায়েম প্রমুখ, রিপন কিশোর রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে আমরা কোনো ছাড় দেব না। দোকান ও শপিং মলগুলোর সামনে বিন (ডাস্টবিন) রাখতে হবে এবং দোকানিদের দায়িত্ব নিতে হবে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের। আমি নিয়মিত মনিটরিং করছি এবং কেউ যদি দায়িত্ব অবহেলা করেন, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।"

তিনি আরও বলেন, শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য সুপারভাইজারদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যদি কোনো কর্মী অসুস্থ থাকেন বা বয়সজনিত কারণে কাজ করতে না পারেন, তাহলে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, "আমরা চাই পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রতি মানবিক হতে এবং যারা সত্যিকারের কাজ করতে অক্ষম তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করতে।"

মেয়র জানান, সিটি কর্পোরেশনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে তিনি নিরলস কাজ করছেন। তিনি বলেন, "বন্দর থেকে ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য আমি উদ্যোগ নিয়েছি। রাজস্ব আদায় বাড়াতে অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করছি যাতে শতভাগ কর আদায় সম্ভব হয়। যদি আমি সফল হই, তাহলে কর্মচারীদের বেতন প্রদান ও নাগরিক সেবা প্রদানে আমার জন্য কোনো সমস্যা হবে না।"

তিনি আরও বলেন, "আমি চাই সিটি কর্পোরেশন একটি স্থিতিশীল ও আয়বর্ধক সংস্থা হয়ে উঠুক। যারা কর দিচ্ছেন না, তাদের কর দিতে বাধ্য করতে হবে। এতে রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মচারীদের বেতন কাঠামো স্থায়ী করা সম্ভব হবে।"

শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি চট্টগ্রামকে একটি 'গ্রীন সিটি' বানানোর পরিকল্পনা করছি। প্রতিটি ওয়ার্ডকে সবুজায়নের আওতায় আনতে চাই। পর্যাপ্ত আলোকায়নের জন্য স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হবে, যাতে রাতেও শহর আলোকিত থাকে। রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যা শেষ হলে শহরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে।"

মেয়র শহরের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এই শহর আমাদের সবার, তাই একে পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের দায়িত্ব। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সহযোগিতা করুন, কর পরিশোধ করুন এবং শহরের সৌন্দর্য রক্ষায় সচেতন হোন।" তিনি আরও বলেন, "আমি চাই, দলমত নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে কাজ করি, কারণ আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত চট্টগ্রামকে একটি উন্নত ও পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তোলা।"

অনুষ্ঠানের শেষ অংশে বিদায়ী কর্মকর্তাদের অবদানের প্রশংসা করে মেয়র বলেন, "আপনারা দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে কাজ করেছেন। আপনাদের এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতে যেকোনো পরামর্শ বা সহযোগিতার জন্য আপনারা সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন।"

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮